ব্লাস্ট রোগ

ব্লাস্ট রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের রোগবালাই ও এর ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। বাংলাদেশে এটি ধানের অন্যতম প্রধান রোগ। রোগটি বোরো ও আমন মৌসুমে বেশি হয় এবং চারা অবস্থা থেকে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যেকোন সময় দেখা যায়। এ রোগ দেশের উত্তরাঞ্চল ছাড়া আর সব জায়গাতেই ধানের ক্ষতি করে থাকে। এটি পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও শিষ ব্লাস্ট নামে পরিচিত। অনুকূল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ধানের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবণ জাতে রোগটি হলে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যায়।

রোগ চেনার প্রয়োজনীয়তা

রোগ দমনের সঠিক কার্যক্রম নেয়ার জন্য রোগটি সঠিকভাবে চেনা প্রয়োজন। রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে রোগের ভুল চিকিৎসা করার আশংকাই বেশি থাকে এবং এতে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় হয়। তাই আপনার জমিতে কি রোগ হল তা জানা খুবই প্রয়োজন।

রোগ চিনার উপায়

ব্লাস্ট রোগটি ধানের পাতা, গিঁট, শিষের গোড়া বা শাখা প্রশাখা এবং বীজে আক্রমণ করে থাকে।

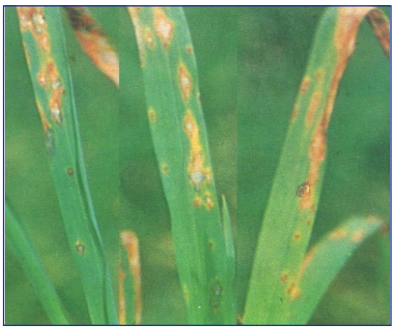

পাতা ব্লাস্ট

পাতা ব্লাস্ট: আক্রান্ত পাতায় প্রথমে হালকা ধূসর বা নীলচে রঙের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রঙ ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। অনূকূল আবহাওয়ায় রোগটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

গিঁট ব্লাস্ট

গিঁট ব্লাস্ট: গিঁট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয়ে যায় না। এ অবস্থায় আক্রান্ত গিঁটের উপরের অংশ মারা যায়।

শিষ ব্লাস্ট

শিষ ব্লাস্ট: শিষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে বাদামি দাগ পড়ে। শিষের গোড়া বা যেকোন শাখা অথবা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শিষের গোড়ায় আক্রমণের ফলে সে অংশ পঁচে যায় এবং শিষ ভেঙে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার আগে রোগের আক্রমণের ফলে শিষের সব ধান চিটা হয়ে যায়।

রোগটি বেশি হওয়ার অনুকূল পরিবেশ

- হালকা মাটি যার পানি ধারণ ক্ষমতা কম
- ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়
- পাতায় শিশির জমে থাকলে
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে
- রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার করলে
- রোগপ্রবণ ধানের জাতের চাষ করলে
- জমিতে বা জমির আশপাশে অন্যান্য পোষক গাছ বা আগাছা থাকলে

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ব্লাস্ট রোগের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়

রোগ হওয়ার আগে করণীয়

- মাটিতে জৈব সার ব্যবহার করা
- সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করা
- সুস্থ বীজ ব্যবহার করা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করা (বোরো মৌসুমে বিআর ৩, ৬, ৭, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ব্রি ধান২৮ ও ৪৫; আউশ মৌসুমে বিআর ৩, ৬, ৭, ১২, ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২৪; আমন মৌসুমে বিআর-৪, ৫,১০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩ ও ব্রি ধান৪৪)

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করা
- আবহাওয়া অনুকূল হলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার/নেটিভো/জিল নামক ছত্রাকনাশক বিঘাপ্রতি ১০৭ মিলিলিটার ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

ব্লাস্টের আক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে রোগপ্রবণ ধানের চাষ থেকে বিরত থাকা এবং সতর্কতার সাথে পরিমিত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা দরকার। তবে ইউরিয়া সারের চাহিদা নির্ধারণের জন্য এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মিলিয়ে নেয়া উত্তম।

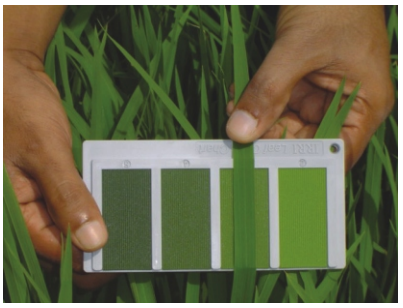

এলসিসি ব্যবহারের মাধ্যমে সার প্রয়োগ

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd